যায়যায়দিন

তারিখ ... 7 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২ ...

বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়ীদের অভিনব কৌশল

শিক্ষার্থীদের দিয়ে আউটার ক্যাম্পাস খোলার আন্দোলন

এসএম নাদিম মাহমুদ রাবি

আউটার ক্যাম্পাস খোলার ব্যাপারে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করার অভিনব কৌশল নিয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়ীরা। বিশ্ববিদ্যালয় মালিকরা এবার ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন অবুঝ শিক্ষার্থীদের। অভিযোগ উঠেছে, পয়সা খরচ করে শিক্ষার্থীদের দিয়েই গড়ে তুলছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আউটার ক্যাম্পাস খোলার আন্দোলন। আর এতে বুঝে না বুঝে ব্যবহৃত হচ্ছে অবুঝ শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উত্তরবঙ্গের ভুক্তভোগী ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা' নামের ব্যানারে এক সংবাদ সম্মেলন করেছে একদল শিক্ষার্থী। তারা ১০ জানুয়ারির মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আউটার ক্যাম্পাস খোলার অনুমোদন দিয়ে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে থেকেই উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দাবি করেছে সরকারের কাছে। এ শিক্ষাবর্ষে বৈধ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পেলে শিক্ষা জীবন হুমকির মুখে পড়বে বলেও শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন। একইসঙ্গে ১০ জানুয়ারির পর শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর আন্দোলনেরও ঘোষণা দিয়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী জানিয়েছেন, এ মুহূর্তে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আউটার ক্যাম্পাসে ভর্তির অনুমতি নেই। ভর্তি হতে হলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে কোনো ধরনের আন্দোলনের একটি যৌক্তিকতা থাকে। তবে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার

কৌশল : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

কৌশল : বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করে মালিকপক্ষ কোনো ফায়দা লুটছে কি না তা খতিয়ে দেখা হবে।

এদিকে 'উত্তরবঙ্গের ভুক্তভোগী ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা' নামক ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, বিগত সরকারের আমলে বেশকিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলেও তা অধিকাংশই ছিল রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক। তাই উত্তরবঙ্গের শিক্ষার্থীরা বরাবরই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শহরের পাশাপাশি মফস্বল এলাকাতেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দেয় এবং অবৈধভাবে গড়ে ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তিন বছর অতিবাহিত হলেও সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এক্ষেত্রে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরও কার্যক্রম বন্ধ করতে পারেননি। অনেক শিক্ষার্থী ওইসব অবৈধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে প্রতারিত হওয়ার খবর সংবাদপত্র ও মিডিয়ায় প্রচারিত হলেও এ ব্যাপারে সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন।